দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 FEB 1988 পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

C62

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

নিম্নমাধ্যমিকের বিজ্ঞান পুস্তক

দৈনিক সংবাদ-এ ১২-২-৮৮ তারিখে গভঃ ল্যাব-হাই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক খান মুহম্মদ খালেক নিম্নমাধ্যমিকের সপ্তম, অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান পাঠ্য-পুস্তক সম্বন্ধে যা বলেছেন আমি তার বক্তব্য সমর্থন করি। বোর্ডের এসব বিজ্ঞান বইয়ের প্রণেতা ও সম্পাদক মণ্ডলী পুস্তকগুলো এভাবে ডিজাইন করেছেন যে পঠিত বিষয়বস্তু সব সময় হাতে-কলমে পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীগণ বাস্তবতার ভেতর দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা আয়ত্ত করবে। কিন্তু প্রতিটি স্কুলে উপযুক্ত বিজ্ঞানাগার, আসবাবপত্র ইত্যাদি গ্রাম বাংলার ক'টা বিদ্যালয়ে আছে তা তাদের চিন্তার মধ্যে ছিল বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের শতকরা ৯০টি বিদ্যালয়ে যেখানে সাধারণ শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নেই, সেখানে প্রয়োজনীয় লেবরেটরী বা পরীক্ষাগার তারা কোথায় পাবেন ? আর এমনভাবে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শেখানোর বিপুল সংখ্যক যোগ্য বিজ্ঞান শিক্ষকই বা আমাদের কোথায় ? পত্রিকার পাতা উল্টালে প্রায়ই চোখে পড়ে গ্রামেগঞ্জে অনেক স্কুল ঝড়ে ভেংগে পড়েছে অথচ দীর্ঘদিন সেগুলো মেরামত হয়নি, ছাত্র-ছাত্রীগণ খোলা আকাশের নীচে লেখাপড়ার এক প্রহসন চালাতে বাধ্য হচ্ছে। যদিও সরকার ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলছেন প্রশাসনকে নাকি তারা জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে গেছেন, সেখানে ভাঙ্গা স্কুল মেরামতের সময় তাদের কোথায় ? যাহোক, বিজ্ঞান বইগুলো অবিলম্বে এমনভাবে পুনর্লিখিত হওয়ার দরকার যাতে বিজ্ঞানাগার না থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীগণ অন্ততঃ বিজ্ঞানের পুঁথিগত বিষয়গুলো অতিসহজে জানতে ও বুঝতে পারে। খালেক সাহেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ, তিনি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আমরা এ বিষয়ে উক্ত গ্রন্থগুলোর প্রণেতা ও অন্যান্য জ্ঞানীগুণীর বক্তব্য জানতে আগ্রহী।

নাজীব ফেরদৌসী
অধ্যক্ষ
আইডিয়াল গ্রামার স্কুল
১৭২, ওয়াপদা রোড,
পশ্চিম রামপুরা,
ঢাকা--১২১৭।

এস এস সি পরীক্ষা কালীগঞ্জে নেয়া হোক

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী রূপগঞ্জ উপজেলাধীন তুমুলিয়া ইউনিয়নের অধিবাসীবৃন্দ। বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম, অত্র এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র মুড়াপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়েছে। এ সমস্ত বিদ্যালয়সমূহের পরীক্ষা বিদ্যালয় স্থাপিত হতে কালীগঞ্জ পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। যদিও অত্র এলাকা রূপগঞ্জ উপজেলাধীন তবুও স্থানীয় কালীগঞ্জ কেন্দ্রে এযাবৎ পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি বোর্ড কর্তৃপক্ষ দিয়ে আসছেন।

কালীগঞ্জ পরীক্ষা কেন্দ্র অত্র এলাকা হতে মাত্র ১ মাইল দূরে। অন্যদিকে মুড়াপাড়া কেন্দ্র প্রায় ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। মুড়াপাড়া যাতায়াত ব্যবস্থা এ এলাকার জনগণের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ও কষ্টসাধ্য। তুমুলিয়া ইউনিয়নের বোয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়, বোয়ালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় তুমুলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয়, সেন্টমেরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ভাইয়াসুতী উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট ৩৬৫ জন ছাত্রছাত্রী এবারের এস এসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। প্রতিজন ছাত্রের গড়ে এক হাজার টাকা ব্যয় হলে মোট ব্যয় দাঁড়াবে ৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। একদিকে অত্র এলাকা প্রধানত গরীব কৃষিজীবী অধ্যুষিত অন্যদিকে বন্যাউত্তর পরিস্থিতিতে জনগণ আর্থিক সঙ্কটাপন্ন। এ অবস্থায় মুড়াপাড়া কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ কতটা যে অসহনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জনগণের সুবিধার্থে নাগরী ও তুমুলিয়া ইউনিয়ন কালীগঞ্জের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম শিগগিরই উক্ত দুটি ইউনিয়ন কালীগঞ্জের সাথে অন্তর্ভুক্ত হবে। রূপগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ও নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদ হতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, কালীগঞ্জের সাথে প্রশাসনিক ব্যাপারে উক্ত ইউনিয়ন দু'টি অন্তর্ভুক্ত হলে অত্র এলাকাবাসী সমস্ত ব্যাপারে সুবিধা ভোগ করবে। আমরা আশা করছি শিগগিরই কালীগঞ্জের সাথে অত্র এলাকা অন্তর্ভুক্ত হবে।

ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক ক্ষতি বিশেষ করে ছাত্রীদের নিরাপত্তার খাতিরে উল্লেখিত বিদ্যালয়সমূহের পরীক্ষা কেন্দ্র কালীগঞ্জে স্থানান্তরিত করার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

কালীগঞ্জ কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেলে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ বাড়ীতে থেকেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। থাকা-খাওয়া, আর্থিক দিক বিবেচনা এবং ছাত্রীদের নিরাপত্তার খাতিরে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় যাতে কালীগঞ্জ উপজেলাধীন কালীগঞ্জ কেন্দ্রে উল্লেখিত বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করতে পারে তার সুযোগ দানের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন জানাই।

তছদ্দক হোসেন, কবির উদ্দীন, আহাম্মদ মোতাহার হোসেন, বোয়ালী এবং অখিল চন্দ্র রায়, মোঃ হুমায়ুন কবীর,
তমুলিয়া।

স্থগিত ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে কি ?

আমরা ৮-৬-৮৭ শিক্ষা বর্ষে বাংলাদেশ কৃষি কলেজে প্রথম বর্ষ কৃষি (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তির জন্য গত ৩০-১০-৮৭ তারিখে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমাদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল যথাসময়ে প্রকাশিত হয় এবং মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর মৌখিক পরীক্ষা হওয়ার পর দেশের সার্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। আজ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও আমাদের স্থগিত ঘোষিত পরীক্ষা গ্রহণের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অতএব, সংশ্লিষ্ট ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট অভিভাবক মহলসহ ভুক্তভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা, আমাদের স্থগিত ভর্তি পরীক্ষা আদৌও হবে কি ? এবং হলে তা কবে ?

মোঃ এনামুল হক
গাবতলী রোড (নারুলী)
বগুড়া-৫৮০০